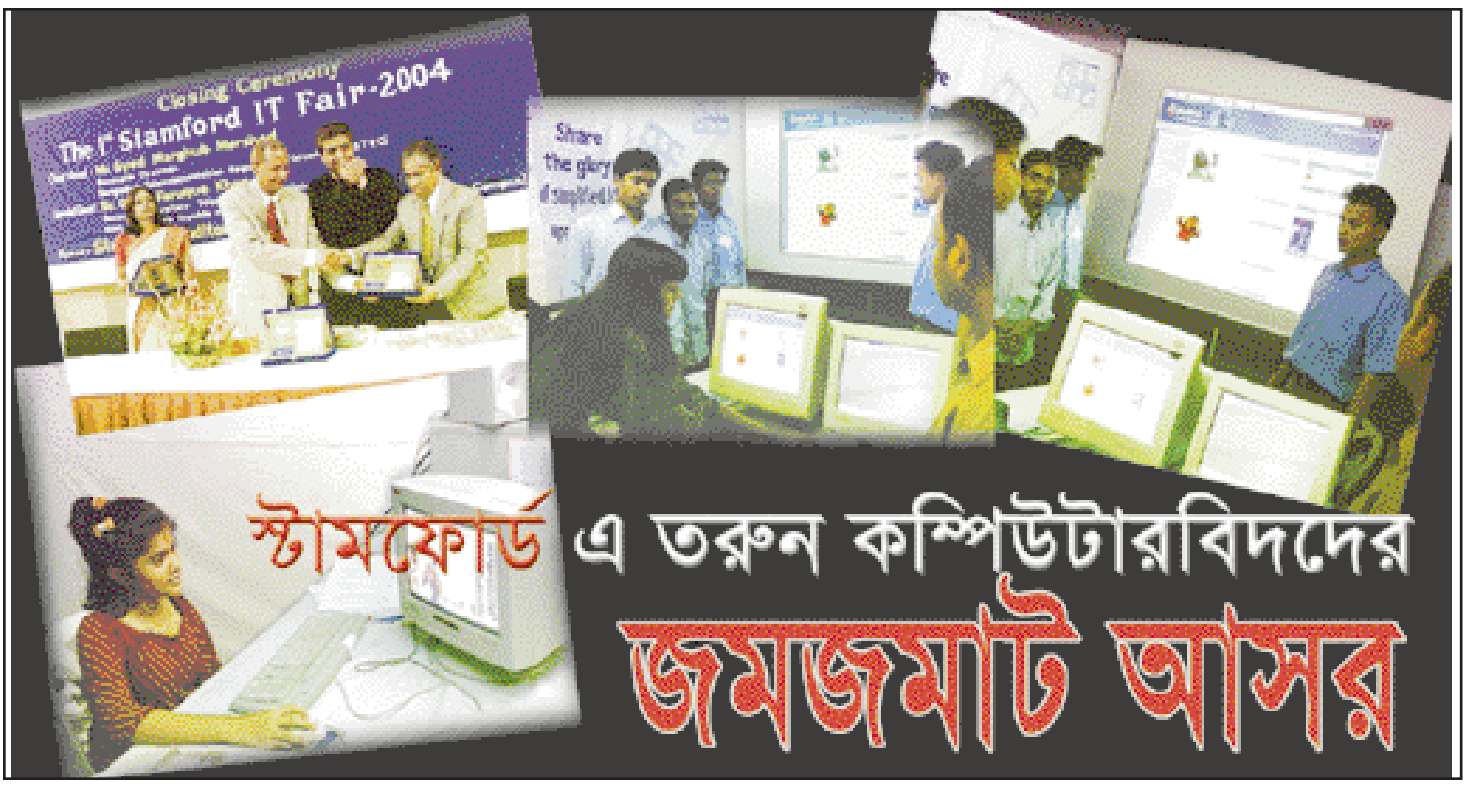

গত ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারী স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে হয়ে গেল "১ম স্টামফোর্ড আইটি ফেয়ার ২০০৪"। দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের তৈরী বহু প্রজেক্ট নিয়ে অংশ নেয় এই মেলায়। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে থাকলেও মেধার দিক দিয়ে আমাদের তরুনরা পিছিয়ে নেই এই কথাটি আরো একবার প্রমাণ করলো মেলায় অংশগ্রহনকারী এই প্রজন্মের কম্পিউটারবিদরা। মেলায় উপস্থাপিত ৩২টি প্রজেক্টের প্রায় সবগুলোই ছিল আকর্ষণীয়।

স্বপ্ন দেখি সুন্দর আগামীর

কথাটি খিলগাঁ থেকে মেলায় আসা রাবেয়া সুলতানা সায়লার। ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে মেলায় এসেছেন তিনি। তার কথায়, 'তরুনদের করা বিভিন্ন প্রজেক্টগুলো দেখে আমি খুবই আশাবাদী। এরাইতো দেশের ভবিষ্যত। দেশকে এগিয়ে নেয়ার দ্বাথিত্ব এই তরুনদের।' দুই স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে মেলায় এসেছেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। মনোযোগ সহকারে মেলায় উপস্থাপিত প্রজেক্টগুলো দেখছিলেন তিনি। তার কথায়,'আমাদের দেশের ছাত্ররা অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের তৈরী প্রজেক্টগুলো দেখে আমি বিস্মিত। তারা এত সুন্দর-সুন্দর কাজ করতে পারে তা আমার ধারনার বাইরে ছিল। আমার দুই মেয়ের জোড়াজুড়িতে মেলায় আসা। এখন মনে হচ্ছে ওদেরকে আরো আগে নিয়ে আসা উচিত ছিল।' আফসোসের কমতি নেই মিসেস মনোয়ারার মনেও,'আমরা শুধু পত্র-পত্রিকায় দেখি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুরাবস্থার কথা। এখানেতো দেখি কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করেছে তারা। আমার বড় ছেলে কম্পিউটারে লেখাপড়া করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যত চিন্তা করে তাকে বিবিএ পড়াচ্ছি। এখন মনে হচ্ছে ভুলই হয়েছে।' মেলায় আগমন ঘটেছিল খুদে কম্পিউটারবিদদেরও। ছোট শিশুদের আগ্রহের কেন্দুবিন্দু ছিল 'রোবোটিক টেলিস্কোপ'। অনেক শিশুই সেখানে যায় এই প্রজেক্টটি দেখার জন্য। ধানমন্ডি থেকে মেলায় এসেছেন মোঃ তাজুল ইসলাম। ডক্টর'স প্রিসক্রিপশন ডাটা ব্যাংক প্রজেক্টটি বেশ পছন্দ হয়েছে তার কাছে। তার কথায় 'এই সফটওয়্যার এর ভেতরেতো সব রোগের বর্ননাই আছে। এটা কাছে থাকলে চিকিৎসা সংক্রান্ত সব রোগের সহজ সমাধান, বিভিন্ন বিষয়ে এক্সপার্ট ডাক্তার, প্রয়োজনীয় ফোন নাম্বার এসব কিছুই সংগে থাকবে।' মেলায় আগত বেশিরভাগ দর্শনার্থীদেরই মন্তব্য ছিল এরকম।

অভিজ্ঞতার বিনিময়

'এরকম মেলা অভিজ্ঞতা শেয়ার করার একটি চমৎকার সুযোগ তৈরী করে দেয়। আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রজেক্ট দেখছি। তারাও আমাদেরটা দেখছে। একটি সুন্দর ও বন্ধুত্বপুর্ন সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে একে অপরের মধ্যে।' কথাগুলো পিপল'স ইউনিভার্সিটির ছাত্র মোঃ আব্দুল্লাহ শিবলীর। মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহনের ফলে ছাত্রদের মধ্যে মেধা আর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি সুন্দর সুযোগ তৈরী হয়। ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক এর ছাত্র আরিফ রেজা অবশ্য বললেন একটু ভিন্ন কথা,'আসলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। কিন্তু আমাদের কাজের ফোকসটা তেমন একটা হয়না। আমি বাসায় বসে যত সফটওয়্যারই বানাই না কেন এগুলো যদি মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে না পারি, বাইরের বিশ্বকে দেখাতে না পারি তাহলে তা কোন কাজেই আসবে না। তে এধরনের মেলা আমাদেরকে সুযোগ করে দেয় উপস্থাপনের বিষয়টি। এরমধ্যে আমরা নিজেদেরকে পরিচিত করে তুলতে পারি। আর সবচেয়ে ভালো লাগে যখন একজন আমার প্রজেক্টটির ব্যাপারে আমার সামনে বসেই একটি মতামত দেয়।' দুইদিন ব্যাপী এই মেলায় অংশগ্রহনকারী সব ছাত্র-ছাত্রীরার ব্যচ্চ সময় অতিবাহীত করেছে। বিশেষ করে দর্শনার্থীদের প্রজেক্ট সম্পর্কে বোঝানো ছিল সময়সাপেক্ষে বেশ দুরুহ একটি কাজ। তাও তারা করেছে আনন্দ নিয়ে।

সেরা যারা

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে মোট ছয়টি প্রজেক্টকে পুরকৃত করা হয়। বুয়েটের তিন তরুন-তরুনীর তৈরী 'টেলিফোন কন্ট্রোলড ভোটিং সিস্টেম' হার্ডওয়্যার ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরষ্কারটি ছিনিয়ে নেয়। ইমরান হক, সোনিয়া জাহিদ ও অঞ্জন ভৌমিক এর করা এই প্রজেক্টটি ছিল এক কথায় চমৎকার। এই প্রজেক্টের ব্যাপারে ইমরান হক জনান,'আমরা প্রথমে এমন একটি হার্ডওয়্যার তৈরী করতে চেয়েছিলাম যেটা ব্যবহার করে যেকেউ অফিসে বা অন্যত্র বসে বাসার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করি এবং টেলিফোন লাইনের সাহায্যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করি। তবে এজন্য যেটা দরকার ছিল টেলিফোন লাইনের সাথে বাসার কমপিউটারটির সংযোগ। আমাদের তৈরী সিস্টেমটিতে বাসায় ফোন করার পর এটি কম্পিউটার রিসিভ করবে এবং আপনি একটি পাসওয়ার্ড পুশ করবেন। আপনার পাসওয়ার্ডটি গৃহীত হলে আপনি অন্য ডিজিটগুলো প্রেস করে লাইট-ফ্যান, টিভি ইত্যাদি অফ বা অন করতে পারবেন। যেমন ধরুন, আপনি পাসওয়ার্ড দেয়ার পরে ১ প্রেস করলেন। এই ১ ডিজিটের সাথে সম্পর্কযুক্ত আপনার বাসার লাইটগুলো অফ হয়ে গেল। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। পরবর্তীতে এই মেলায় অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর আমরা আমাদের এই প্রজেক্টে কিছুটা পরিবর্তন এনে এটিকে টেলিফোন কন্ট্রোলড ভোটিং সিস্টেমে রুপদান করি। এখানে সিস্টেম প্রায় একই। প্রত্যেক ভোটারের একটি করে আইডি কার্ড (পাসওয়ার্ড) থাকবে এবং প্রত্যেক নির্বাচনী প্রার্থীর একটি নাম্বার থাকবে। ভোটার নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে তার পাসওয়ার্ডটি পুশ করার পর তার পছন্দের প্রার্থীর নাম্বার প্রেস করলেই ভোট গ্রহন হয়ে যাবে।' রোবোটিক টেলিস্কোপ প্রজেক্টটি দিয়ে হার্ডওয়্যার সেকশনে দ্বিতীয় স্থান পান বুয়েটের একঝাক মেধাবী তরুন। মুশফিকুর রউফ, আহামেদ খুরশিদ, কাজী সাইদুল হাসান, মুহিবুর রশীদ ও মুশফিকুর রহমানের এই প্রজেক্টটি ছিল টেলিস্কোপের মাধ্যমে অনলাইনে মহাবিশ্বের সম্প্রচার সংক্রান্ত। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের দুই ছাত্র তারেক হাসান খান ও মোহাম্মদ মোশিউল হকের তৈরী 'লো কষ্ট ইপরম প্রোগ্রামার' প্রজেক্টটি হার্ডওয়্যার ক্যাটাগরিতে তৃতীয় হয়। সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতেও বুয়েট প্রথম। তাও আবার হার্ডওয়্যার প্রজেক্টে প্রথম হওয়া দুই তরুন-তরুনীর প্রজেক্ট। বুয়েটের ইমরান হক ও সোনিয়া জাহিদ এর তৈরী 'ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি' প্রজেক্টটি সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে সেরা সফটওয়্যার হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রজেক্টটি সম্পর্কে সোনিয়া জাহিদ জানায়,'আমরা এই সফটওয়্যারটি তৈরী করেছি জেএসপি, মাইএসকিউএল এবং জাভার সহায়তায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের এড্যুকেশন সংক্রান্ত সব কাজই সারতে পারবে এই সফটওয়্যারটি ব্যাবহার করে। এরফলে সুবিধা হচ্ছে ছাত্র বিশ্বের যেকোন জায়গায় বসে যেমন তার এসাইনমেন্ট সাবমিট করতে পারছে বা অনলাইন এক্সাম দিতে পারছে তেমনি শিক্ষকও এখানে নিজের ক্লাস সিডিউল, লেকচার সিট রাখতে পারছে॥ আমরা রিমাইন্ডারসহ বেশ কিছু অপশনও এখানে রাখছি। যে বিশ্ববিদ্যালয় এটি ব্যবহার করবে সেখানকার সব ছাত্র-শিক্ষকই তাদের স্ব স্ব আইডি ব্যবহার করে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে পারবে। পুরোপুরি ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি তৈরীর একটি প্রজেক্ট এটি। ইতিমধ্যে বুয়েটে এটি ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনা চলছে। সম্ভবত আগামী দুই-একমাসের ভেতর বুয়েটে এটি চালু হয়ে যাবে।'' সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় পুরষ্কারটি পেয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের করা 'অডিও সিগন্যাল এনালাইজার' সফটওয়্যারটি। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র আহমেদ অরুপ কামাল, ইসতিহাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী নুর এর তৈরী এই সফটওয়্যারটিও দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে। 'ভয়েস এক্টিভেটেড সিস্টেম কন্ট্রোল' প্রজেক্টটি তৈরী করে সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে সর্বশেষ পুরষ্কারটি পায় ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক এর ছাত্র আরিফ রেজা।

আরেকটু যত্ন

এধরনের একটি মেলা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি কতৃপক্ষকে। তবে মেলা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ত্রুটি ভুগিয়েছে অনেককে। বিশেষ করে মেলা আয়োজনের সময় হঠাৎ করে পরিবর্তন করা হয় যা মিডিয়াকে জানানো হয়নি। একইভাবে মেলা প্রাঙ্গনে মিডিয়া রুম বা সাংবাদিকদের সাপোর্ট দেবার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। মেলার স্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা না থাকায় মেলায় আসতে অনেককেই ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে মেলা কতৃপক্ষ এসব বিষয়ের প্রতি আরো যত্নশীল হবেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদেরকে সার্টিফিকেট ও ক্রেষ্ট প্রদান করেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মার্গুব মোর্শেদ। তিনি সমাপনী বক্তব্যে তরুনদের তৈরী বিভিন্ন প্রজেক্টের প্রশংসা করেন এবং স্টামফোর্ডের মত অন্যান্য ইউনিভার্সিটিকেও এ ধরনের মেলা আয়োজনের ব্যাপারে এগিয়ে আসতে আহবান জানান।

❑ লেখা ও ছবি: মোঃ আরাফাতুল ইসলাম